কচাকাটা, কেদার, বল্লভেরখাস, বলদিয়া ও নারায়ণপুর- এই ৫টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ‘কচাকাটা থানা’ কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার একটি প্রত্যন্ত এলাকা। ভারতের আসাম রাজ্যের ধুবরি জেলার সীমান্তঘেঁষা এই থানা এলাকাটি সংকোশ, গঙ্গাধার, ব্রক্ষপুত্র ও দুধকুমার নদী দ্বারা বেষ্টিত এবং এখানে প্রায় দুই লক্ষ লোকের বসবাস। নানা সমস্যায় জর্জরিত এই এলাকার অন্যতম একটি সমস্যা হলো স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতা। যোগাযোগ ব্যবস্থার কাঙ্খিত উন্নতি না হওয়ায় এবং যথাযথ ট্রান্সপোর্টেশনের ব্যবস্থা না থাকায় এই সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রত্যেক ইউনিয়নে কমিউনিটি ক্লিনিক থাকলেও পুরো থানা এলাকার জন্য নেই কোনো সরকারি হাসপাতাল। কচাকাটা থানা থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে উপজেলা সদর নাগেশ্বরীতে অবস্থিত নিকটতম সরকারি হাসপাতালটিতে ভাঙ্গাচোরা রাস্তা, দুধকুমার নদী ও এর চর পেরিয়ে যেতে প্রায় ৩/৪ ঘন্টা লেগে যায়। রিক্সা, অটোরিক্সা এবং নৌকা ব্যবহার করে উপজেলা সদরে গিয়ে সাধারণ কিছু চিকিৎসা এবং যৎসামান্য ঔষধ পাওয়া গেলেও গুরুতর বা জরুরি কোনো রোগের বিশেষ করে গর্ভবতী নারী ও নবজাতক শিশুর চিকিৎসা, স্ট্রোক, হার্ট এটাক এবং সড়ক দুর্ঘটনায় আহত রোগী চিকিৎসার জন্য প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত রংপুর বিভাগীয় শহরে যেতে হয়। ফলে সময়মতো প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে প্রতিবছরই এই এলাকার অনেক গর্ভবতী নারী, নবজাতাক শিশু, হার্ট এটাক, স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগী ও দুর্ঘটনা আক্রান্ত ব্যক্তি মারা যায়। অদূর ভবিষ্যতে সরকার হয়তো এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কিন্তু এই সমস্যার আশু সমাধানকল্পে এবং জরুরি সেবাগ্রহীতাকে কচাকাটা থানা সদর থেকে রংপুর বিভাগীয় শহরে দ্রুত পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শ করে কচাকাটা ফাউন্ডেশন একটি অ্যাম্বুলেন্স কেনার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এজন্য কচাকাটা ফাউন্ডেশন সকলের সহযোগিতা কামনা করে।